***Pratidhwani the Echo***
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-V, Issue-IV, April 2017, Page No. 46-51*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# জমির প্রশ্ন ও উন্নতি

**Chandan Das**
*M.Phil Scholar, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta*

***Abstract***

*The land question in development is an essential theme in the modern India. Tenancy rights of land have changed over time from the ancient to now. There were no rights of the tenant over land in the ancient period but after independence tenants were achieved strong position and power over land. After the intrusion of capital in the industrial sector reshapes the agriculture sector in the 18$^{th}$ century and onwards, but now a day's agrarian populism is facing by the struggle of dispossession. David Harvey called it 'Accumulation by Dispossession'.*

***Key Words: Tenancy Rights, Capitalism, Dispossession & Anti Dispossession Movement.***

**ভূমিকা :** যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষিকাজের ধরণ যেমন বদলেছে সেরকমই জমির মালিকানার অর্থও বদলেছে বিভিন্ন সময়ে। জমি হল সম্পদের উৎস,ফলে জমির মালিকানা যার বেশী তার সম্পদের পরিমাণ ততো বেশী হবে। বিশেষকরে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ছিল রাজা কেন্দ্রিক। এই শাসন ব্যবস্থায় রাজাই সকল ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকতেন। জমির কোন ব্যক্তিগত মালিকানা থাকতো না।কৃষকেরা রাজস্ব সরাসরি রাজাকেই দিতেন। এই শাসন ব্যবস্থা ফিউডাল শাসন ব্যবস্থার পরিপূরক।ফলে কৃষকের ওপর চাপ সৃষ্টি করার ক্ষমতা ছিল সর্বময় কর্তার। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই ধারণার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।বিশেষকরে ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়কালে বেশ কয়েকটি নতুন ধারণার প্রচলন হয় যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রায়তোয়ারি ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়, যার ফলে কৃষককে আর কারো কাছে নির্ভর থাকতে হতনা।কৃষক সরাসরি ব্রিটিশ সরকারকে কর প্রদান করতো। পূর্ব মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলে এই ব্যবস্থার প্রচলন হয় ১৮২০ সালে।

মহলওয়ারী ব্যবস্থায় মহল তৈরি করে তার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করা হত এবং জমিদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষক জমিদারের মধ্যে রাজস্ব দান ও আদায়কারীর সম্পর্ক বর্তমান থাকতো।কিন্তু স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে জমির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা সুদৃঢ় হয়েছে।

ফলে বলা যায় সময়ের সাথে সাথে জমির মালিকানার ধারণা অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে জমির স্বত্ব সারা জীবনের জন্য দেওয়া হয় ভারতবর্ষে। জমির মালিকানা পরিবর্তনের সাথে সাথেই জমির উৎপাদনে এসেছে ব্যপক পরিবর্তন। ব্যক্তিগত চাহিদার সীমা অতিক্রম করে শিল্পের কাঁচামালের যোগানকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

প্রাচীন কালে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাজার ওপরে কেন্দ্রীভূত থাকার ফলে তিনিই ছিলেন সর্বময় কর্তা। এই ফিউডাল শাসন ব্যবস্থার প্রভাব পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে অনেক বেশী ছিল। ফিউডাল শাসন ব্যবস্থা হল

একটি ক্রম পর্যায়িত ব্যবস্থা, যেখানে লর্ড ও কৃষক এর মধ্যে রাজস্ব আদায়কারী ও দানের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যেত। ফলে লর্ড বা প্রভু সবসময়ই চাইতেন কিভাবে কৃষককে আরও শোষণ করা যায়। দিনের সকল সময় কাজে নিয়োজিত থাকতেন কৃষক, ফলে একদিকে শোষণের দ্বারা কৃষক গরীব হয়েছে ও অন্যদিকে লর্ড আরও ধনশালী হয়েছে। ফলস্বরূপ কৃষক ও প্রভুর মধ্যে কোন সমতা থাকতো না। তাই সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক জীবনকে কোনভাবেই আলাদা করা যেতনা এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল কৃষকেরা এই সময় বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন না।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে বিষয়গুলী অনেকাংশে পরিবর্তন হয়েছে।কারণ ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শিল্পের ব্যপক উন্নয়ের কথা বলে, কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ঠিক এর বিপরীত অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত।ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উদ্বৃত্তের কথা বলা হয় অর্থাৎ কৃষকেরা যা চাষ করে তার অতিরিক্ত বা উদ্বৃত্ত অংশ শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।ফলে কৃষির উন্নতির সাথে শিল্পের উন্নতি হতে পারে কারণ পুঁজি যেখানে প্রধান, সেখানে অধিক ফলনের জন্য যাতে বেশী উদ্বৃত্ত লাভকরা যায় শিল্প উৎপাদনকে ত্বরান্বিত করার জন্যে।কৃষি নির্ভর উৎপাদনকে আরও উন্নতির জন্যে কৃষি ক্ষেত্রে ঘটে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন।পুঁজিবাদের প্রভাবে কৃষকেরা বেতনভোগী কর্মচারীতে পরিণত হয় কারণ তাঁরা উৎপাদনের জন্যে নির্দিষ্ট অর্থ পায়।এই ব্যবস্থায় কৃষির উদ্বৃত্ত শিল্প উৎপাদনের কাজে লাগে। পুঁজির আগমনে কৃষিক্ষেত্র উন্নত হয় ও নিত্য-নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায় যা পুঁজিবাদের প্রভাবেই সম্ভব।

**কৃষি ও শিল্পায়নের মধ্যে সম্পর্ক: প্রিমিটিভ এ্যকুমুলেশন :** পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক কাঠামোর সূত্রপাতের জন্যে প্রাথমিক মূলধন বা ক্যাপিটাল প্রয়োজন অর্থাৎ যেকোনো শিল্প পরিকাঠামোর সূত্রপাতের জন্য প্রয়োজন অর্থের এবং তা Primitive Accumulation থেকে পাওয়া যায়। কৃষি বা শিল্পের জন্য প্রাথমিক মূলধন যা পুঁজিবাদী সিস্টেমকে পরিচালনায় সাহায্য করে, তাকে Primitive Accumulation বলে।

**Primitive Accumulation**
**⇩ (Technological Improvement)**
**Capitalist Agriculture**
**⇩ (Cheap Labour, Surplus)**
**Capitalist Industrial Production**

পুঁজিবাদী কৃষিকার্যের ফলে যে উদ্বৃত্ত হয় তা চলে যায় কারখানাগুলিতে শিল্প উৎপাদনকে পরিচালনা করার জন্যে। আর তখনই শুরু হয় নতুন শ্রমিক শ্রেণীর উত্থান কারণ কাজের আশায় গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শহরে এসে ভিড় জমায়।শিল্প কারখানায় কাজের উদ্দেশ্যে তারা থাকতে শুরু করে শিল্প এলাকা ঘেঁষা শহরগুলিতে যেখান থেকে তারা কারখানায় আসতে পারে।

**সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ :** কিন্তু সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ বিপরীত, যদিও কিছু ক্ষেত্রে পরস্পরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।বিশেষ করে চুক্তি ভিত্তিক চাষের ক্ষেত্রে কোন ফসল চাষ করে সামন্ততান্ত্রিক প্রথায়, কিন্তু যারা চাষের স্বত্ব দিয়েছে তারা আবার কর্পোরেট ক্ষেত্র। ফলে বলা যায় সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদ একই সাথে বিরাজ করে কিছু ক্ষেত্রে। কিন্তু কখনো কখনো দেখা যায় যে জমির মালিক যিনি আসলে মহাজন তিনি অনেক বেশী লাভ করে চাষিকে সুদ দেওয়ার ফলে, জমির ভাড়া প্রাপ্তির মূল্যের থেকেও, যদিও এই প্রকার প্রথা সকল স্থানে দেখা যায় না।সামন্ততন্ত্র ও পুঁজিবাদের একত্রে বিরাজ করার প্রমান এক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

**কৃষক কি পিওর ক্যাটাগরি? :** একটি বিষয় মাথায় রাখার প্রয়োজন যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কৃষক বা চাষি একজন প্রধান ভাগ বা পিওর ক্যাটাগরি নয় কারণ এখানে যারাই কৃষক তারাই আবার কর্মের আশায় শহরে এসে কল কারখানায় কাজ করছে। এগুলি সবই সম্ভব হয়েছে পুঁজির অনুপ্রবেশে।

পাশাপাশি পুঁজিবাদী সিস্টেমের প্রভাবে বেশকয়েকটি নতুন শ্রেণীর উৎপত্তি ঘটেছে সেগুলি হল যথাক্রমে পুঁজিবাদী কৃষক, বেতনভোগী কর্মচারী এবং Tenancy বা প্রজাস্বত্ব ব্যবস্থাতেও বেশকয়েকটি ধাপ যুক্ত হয়েছে যথা Rich Tenants, Middle Tenants এরা মূলত পরিবারতান্ত্রিক ভাবেই কর্মে নিযুক্ত এবং নিজেরদের এরা শোষণের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়াকে চূড়ান্ত সীমায় নিয়ে যেতে চায়। এছাড়াও রয়েছে গরীব প্রজা বা Poor Tenants যারা প্রায় নিঃস্ব। উক্ত শ্রেণীগুলি ক্যাপিটালিস্ট ব্যবস্থায়।

**ক্যপিটালিজমের ফলাফল : অ্যাগ্রারিয়ান পপুলিজম :** ক্যাপিটালিজমের ফল হিসেবে Land Acquisition বা জমি গ্রহণ করার ধারণা পাওয়া যায়, যেখানে জমিকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে এবং রাষ্ট্র সমস্ত জমিকে নিয়ে নেওয়ার অবকাশ তৈরি হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল যার বা যাদের টাকা বা অর্থ আছে তারাই নতুন ভাবে জমি ক্রয় করতে সক্ষম কিন্তু যাদের অর্থ নেই তাদের কি হবে? ফলে এখানে একপ্রকার অসাম্যতা সৃষ্টি হতে শুরু করে। এখনে যে কথাটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল 'Nationalization of Land' ও 'Nationalization of Industry' এবং আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয় মিশ্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্র যেখানে বড় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলি বিশেষত সরকারী ও সরকার সহযোগী ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত হয় এবং খুচরো ব্যবসায়িক ক্ষেত্রগুলি ব্যক্তিগত ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়।

কৃষি ও শিল্পের সমন্বয়ে একটি বিশেষ উদাহরণ হল সবুজ বিপ্লব বা Green Revolution , ভারতবর্ষে সবুজ বিপ্লবের সূচনা হয় ১৯৬৭-৬৮ সালে, যদিও পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে অনেক আগেই সবুজ বিপ্লবের প্রভাব আসতে শুরু করে।এর মূল লক্ষ্য ছিল Highly Yield Variety বীজের ব্যাপক ব্যবহারে কৃষি ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন আনা।সেচ ব্যবস্থা, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার প্রভৃতি সবুজ বিপ্লবের বিশেষ অংশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে।কৃষির উৎপাদনকে বিপুলভাবে ত্বরান্বিত করার জন্যে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া হয়।ব্যক্তির চাহিদা পরিপূর্ণ হয়ে উদ্বৃত্ত পণ্য হিসেবে শিল্পের কাঁচামালে পরিণত হয়।ফলে সবুজ বিপ্লবকে আধুনিক রূপ বলা চলে যার মাধ্যমে কম খরচে ও কম সময়ে শিল্পক্ষেত্রে কাঁচামালের যোগান দেওয়া যাচ্ছে ব্যক্তি মানুষের চাহিদা নিবারণের পরেও।কৃষিকে বাঁচানোর জন্যে ভর্তুকি দেওয়া থেকে শুরু করে বিশেষ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরকার সহযোগিতা করছে।সবুজ বিপ্লবের ফলে 'Contract Farming' ও 'Commercialized Agriculture ' অনেক পরিমাণে বেড়েছে যার ফলে বহু দেশী বিদেশী কোম্পানি সরাসরি কৃষকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে ফসল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ও তাদের উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর জন্য, যদিও একথা বলা প্রাসঙ্গিক যে সবুজ বিপ্লবের ফলে ফসলের দাম অনেক কমে যায় এবং প্রান্তিক কৃষকও অনেক কম মূল্য পায়। ফলে এটি 'Agrarian Populism' এর একটি জীবন্ত সমস্যা।

এক্ষেত্রে বলা যায় যে Capitalism ই পারে কৃষি ও শিল্পের সাথে যোগসূত্র স্থাপন করতে কারণ Capital ই পারে কৃষির 'Techno centric' বা 'Technocratic' ভাবে উন্নতি করতে, কৃষির ব্যাপক উৎপাদনের ফলে উদ্বৃত্ত সহজেই শিল্প কারখানাতে ব্যবহৃত হতে পারে এবং 'Transformation of Agriculture' সম্ভব হয় Capitalism এর ফলশ্রুতিতে।কিন্তু সামন্তপ্রথা বা ফিউডালিজম কখনোই উদ্বৃত্ত সৃষ্টিতে সহায়ক নয় কারণ এ প্রথায় শোষণ বা Exploitation ই অন্তিম কথা, যার ফলে ধনী আরও ধনী এবং গরীব আরও গরীব হয়েছে, যদিও বর্তমানে Capitalism ও Feudalism এর কিছু ক্ষেত্রে প্রকাশ পেলেও তা সার্বিক নয়।নিম্নে পুঁজিবাদের ফলশ্রুতিতে কৃষকদের বিচ্যুতির প্রভাব আলোচিত হল।

**জমি থেকে কৃষকের বিচ্যুতি :** বর্তমান বিশ্বে উন্নতির শিখা যতই এগোচ্ছে ততই কি সমাজের বিকট চেহারা প্রকাশিত হচ্ছে? সভ্যতার শুরুতে মানুষ মানুষের বন্ধু থাকলেও চলমান বর্তমান ও ভবিষ্যতে তার রূপ কী বদলে যাচ্ছে? উন্নতির প্রকৃত সংজ্ঞা কি? জমি তুমি কার কৃষকের? এই প্রশ্নগুলি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

Land বা জমির ধারনাটি যুগের তালে পরিবর্তন হয়েছে।অতীত থেকে বর্তমানে জমিকে কেন্দ্রকরেই সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছে।সভ্যতার বাতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে জমির ওপরেই।কৃষক দু'বেলা ঘাম ঝড়িয়ে ফসল ফলিয়েছে জমিতে। আজ সেই জমির ওপরেই বড় বড় ইমারত। বড় বড় কল-কারখানা যেন তার দাঁত মুখ বার করে দাড়িয়ে রয়েছে। উন্নয়নের নামে কৃষককে আজ জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে।কৃষকের তিন ফসলী জমিতে তৈরি হচ্ছে বড় বড় Real Estate Project , বড় বাঁধ, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বা Special Economic Zone। কৃষক হয়ে পড়েছে কর্মহীন, অর্থহীন জড় বস্তুতে।অনিচ্ছা সত্তেও কৃষককে তাঁর জমি থেকে সরে যেতে হয়, একবিংশ শতকে যা বিচ্যুতি নামে খ্যাত। শুরু হয়ে ওঠে জমি নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ যা জমি যুদ্ধের নামান্তর।তাই জমি তুমি কার?। অর্থহীন, বিত্তহীন মানুষদের নাকি কোটিপতি Multinational Company র, সেই প্রশ্নই বারে বারে মাথাচাড়া দিয়েছে, আর গরীবেরা শিখেছে কিভাবে অধিকার ছিনিয়ে নিতে হয়, আর সেখান থেকেই সূত্রপাত বিচ্যুতি বিরোধী আন্দোলনের যা জমি যুদ্ধের একটি রূপ।বর্তমান ভারতবর্ষ তথা সারা বিশ্বে এই বিষয়গুলী ভীষণ প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে।

উদারনৈতিক অর্থনীতি বিশেষ করে বিচ্যুতির জন্য দায়ী।১৯৯০ এর দশক ও তার পরবর্তী সময়ে সরকারী ভাবে Liberalization Privatization Globalization (LPG) মডেল কার্যকরী হওয়ার ফলে প্রতক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ বা Foreign Direct Investment আর পিছিয়ে থাকলো না।বিদেশী বিনিয়োগ টানতে সরকার উদগ্রীব হয়ে ওঠে অনেক অর্থ ও অধিক কর্মসংস্থান লাভের আশায়, যদিও সরকারের উদার অর্থনীতির নঞর্থক প্রভাব আজকের এই বিচ্যুতি।বড় বড় Multinational Company গুলী আসতে শুরু করে তাদের প্রতিষ্ঠানগুলীকে বিশ্বায়িত করতে, যদিও তাদের প্রয়োজন ছিল প্রচুর জমির, সরকার তাদের আশ্বস্ত করে যে জমি পেতে কোন সমস্যা হবেনা। জমি তুলে দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের।জমি অধিগ্রহণ আইন ১৮৯৪ সালের এই আইনের দ্বারা বলীয়ান হয়ে সরকার জমি অধিগ্রহণ করার কথা ভাবে, যদিও এই আইনে বলা হয়েছিলো 'State acquire private land for public purposes' অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্র চাইলে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমিগুলিকে অধিগ্রহণ করতে পারবে সাধারণের ব্যবহারের জন্য। ফলে সরকার বা রাষ্ট্র একসময় দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় যার প্রত্যক্ষ প্রভাব আমরা সিঙ্গুর ও নন্দিগ্রামের জমি অধিগ্রহণে লক্ষ্য করেছি। 'Chemical Hub' তৈরির উদ্দেশ্যে নন্দিগ্রামের নয়াচরে আসে ইন্দোনেশিয়ার একটি কোম্পানি। তখন ২০০৭ সাল। তৎকালীন রাজ্যের বামপন্থী সরকার জোর করে লেখ বা Notice জারি করে জমি অধিগ্রহণ করতে শুরু করে।সরকারের পুলিশ ও সরকারী দলের কর্মীদের হুঙ্কারে মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।নৃশংস ভাবে মেরে ফেলা হয় বেশকয়েকজন গ্রামবাসীকে।ফলে গ্রামবাসীরা সরকারের এই নোংরা রাজনীতি মেনে নিতে পারেনি।তারা প্রতিবাদ করে, শুরু হয় বিদ্রোহ।এই ঘটনাবলি সিঙ্গুর আন্দোলনের সাথে অনেক মিল ছিল।সরকার গরীব কৃষকদের তিন'ফসলি চাষের জমি কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করে Tata Nano কারখানা তৈরির উদ্দেশ্যে।কিন্তু সরকার একবারও ভাবেনি যে ঐ গরীব কৃষকেরা কোথায় যাবে।যে জমি দু'বেলার অন্নসঙ্গী, তাদের জোড় করে ছিনিয়ে নিলে, তারা অন্ধ হয়ে পড়বে।এমতাবস্থায় কার্ল মার্কসের Primitive Accumulation বিষয়টি ভীষণভাবে যুক্তিযুক্ত কারণ Multinational Company গুলি প্রাথমিক মূলধন সংগ্রহ করে তাদের পরিকাঠামো ও উৎপাদনকার্য শুরু করলেও ঐ গরীব কৃষকেরা শেষ পর্যন্ত উদ্বৃত্ত হয়ে পড়ে কারণ তাদের ঐ কারখানা বা প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মত দক্ষতা না থাকায়, ঐ প্রতিষ্ঠানে যেকোনো রকম সুবিধা প্রাপ্তি থেকে ব্রাত্য হয়ে পড়ে, তৈরি হয় Surplus বা উদ্বৃত্ত শ্রমিকের।

রাষ্ট্র বা সরকার যখন দালাল বা Broker হয়ে ওঠে তখন সাধারণ মানুষের কাছে এসে পড়ে সমূহ বিপদ, কারণ যে কোন উপায়ে সরকার জমি দখল করতে উদ্দত।যতই উচ্চ ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোকনা কেন সে তো আপেক্ষিক, মাত্র কিছু দিনের জন্য, সার্বিক ভাবে কি অপূরণীয় ক্ষতিকে পূরণ করা সম্ভব? কিছু শ্রেণীর কৃষক

ক্ষতিপূরণের টাকা গ্রহণ করলেও সার্বিক ভাবে সরকার সফল হতে পারেনি, কারণ উক্ত দুটি সিদ্ধান্তেই সরকার পিছিয়ে আসে এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় হল সরকারের পট পরিবর্তন হয়ে যায় ঘটনাগুলির ফলে।

শুধুমাত্র সরকারই যে Land Broker বিষয়টি সহজ নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় দালালদের হাতে ছেড়ে দেয় জমি কেনার দায়িত্ব।অর্থের লোভ দেখিয়ে জোর করে জমি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।রাজস্থানের মহিন্দ্রা ওয়ার্ল্ড সিটি প্রোজেক্ট ভীষণ ভাবে সফল স্থানীয় বা Private দালালের সহায়তায়, যদিও স্থানীয় সরকারী দলের নেতারাই দালাল হওয়ায় খুব সহজেই লোভ, ভয় দেখিয়ে, অত্যাচার করে জমি অধিগ্রহণে সফল হয়েছিলো। বিষয়গুলি আলাদা হলেও ধারনাটি এক যেখানে লোভ, ভয় দেখিয়ে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রে, যদিও এক স্থানের মানুষ আন্দোলনে সফল অন্যক্ষেত্রে তা বিফল হয়েছে।এখানের David Harvey র বলা 'Accumulation by Dispossession' কথাটি ভীষণভাবে যুক্তি-যুক্ত।কারণ Harvey র মতে জমি থেকে অর্থাৎ মানুষের অধিকার থেকে তারা বিচ্যুত হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আসলে যেটা হচ্ছে তা হল ঐ বিচ্যুত হওয়া গরীব কৃষকের জমিতে বড় বড় Multinational Company গুলী গড়ে তুলেছে তাদের সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান, যার মাধ্যমে বিত্ত থেকে বিত্তশালী হয়ে চলেছে ঐ কোম্পানিগুলী। আর জমি হারিয়ে পথে বসেছে গরীব কৃষকেরা।

ফলশ্রুতিতে পূর্ব ভারতের মালভূমি ঘেরা অঞ্চলগুলির বর্তমান রাজনৈতিক অপ্রীতিকর অবস্থা সেখানকার মানুষের ক্ষোভের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিলো কিনা তা অবশ্যই প্রশ্নের সম্মুখীন?, যদিও মালভূমি ঘেঁষা জঙ্গল ঘেরা অঞ্চলগুলীতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বসবাস করে কিন্তু তাঁদের বসবাসের অধিকারও আজ লুণ্ঠিত, সরকারী সাহায্যে বহু দেশী বিদেশী প্রতিষ্ঠান ঐ আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে খনিজ আহরণক্ষেত্র কোথাওবা পর্যটন কেন্দ্র তৈরির প্রচেষ্টায় রয়েছে।শুরু হয়েছে পরিবেশ ও প্রকৃতিকে বস্তু বা কমোডিটি তৈরির প্রচেষ্টা।ফলে জীবন জীবিকা থেকে নিষ্পাপ মানুষগুলি বঞ্চিত হয়েছে। আর বঞ্চনা থেকেই জন্ম হয় ক্ষোভ যা বিদ্রোহের আগুনকে প্রজ্বলিত করে। Anti-Dispossession Struggle গুলী কোন নির্দিষ্ট শ্রেণীর সাথে সংযুক্ত নয় সমগ্র শ্রেণী (উচ্চ-নীচ) একসাথে যুক্ত হয় রাষ্ট্র বিরোধী যুদ্ধে শুধুমাত্র তাঁদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্য।

**মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও নিয়ন্ত্রণকারী আইন :** বর্তমানে Multinational Company গুলীর অপরিসীম ক্ষমতাবলে সবকিছুই তাঁদের কুক্ষিগত এমনকি সরকারও তাঁদের তুরুপের তাসে পরিণত হয়েছে।পার্লামেন্টে নীতি নির্ধারিত হচ্ছে তাঁদের কথা মাথায় রেখে। বাস্তবিক পক্ষে সরকারও চায়না অতিক্ষমতাশীল ঐ কোম্পানিগুলিকে ছটিয়ে কিছু করতে। আইন বা নীতি নির্ধারিত হচ্ছে Multinational Company গুলীর কথায়।ফলে থেকে যাচ্ছে অনেক ফাঁক।আইন আর সাধারণের জন্য থাকছে না, তা চলে যাচ্ছে Company গুলীর দখলে। পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে অনেক কথা বলা হলেও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণকারী নীতির অভাব রয়েছে, ফলে কোম্পানিগুলি তাঁদের মত করে আইনকে ব্যবহার করছে। কারণ আমরা Destructive Development চাইনা। মালভূমি অঞ্চলে জঙ্গল কেটে চলছে খনিজ আহরণের প্রক্রিয়া। ফলে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ ভারসাম্য, ধ্বংস হচ্ছে প্রকৃতি, অপসৃত হচ্ছে আদিবাসীরা যাদের অধিকার ঐ জমিতে অসীম।কিন্তু প্রকৃতিকে যে ভোগ্য বস্তু বানাতেই হবে। ফলে পরিবেশের অবক্ষয় ঘটছে।

আবার গুজরাটে সর্দার সরোবর প্রকল্পে বিশালাকার বাঁধ ও সঞ্চয়াধার তৈরি করা হয় বহু আদিবাসী ও দলিতদের উচ্ছেদ করে। ধ্বংস করা হয় প্রকৃতির ভারসাম্য, নষ্ট করা হয় বহু উদ্ভিদ, বিচ্যুত হয় বহু বন্য প্রাণী, বিঘ্নিত হয় বাস্তুতন্ত্র ও বাস্তুরীতি। কিন্তু যখন বাঁধ নির্মিত হল সেচ ব্যাবস্থা উন্নত করার লক্ষে, তখন যে আদিবাসী ও দলিতদের বিচ্যুত করা হয়েছিলো তাঁদের চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জল তাঁরা পেলনা, কারণ তাতে নাকি বাঁধের ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। ফলে একদিকে যেমন প্রকৃতির অবক্ষয় ঘটছে অন্যদিকে যারাই বিচ্যুত হল তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়েছে।

নয়াচরে যখন রাসায়নিক হাব তৈরির প্রচেষ্টা করা হয়, তখন বিগত কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রক প্রয়োজনীয় ছাড় দিয়েছিল, কিন্তু আসলে যে রাসায়নিক বিষ সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করবে বা সাধারণ মানুষের কৃষি ক্ষেত্রগুলীকে নষ্ট করবে সেকথা সরকার ভেবেও চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল ঐ Multinational Company গুলীর চোখ রাঙ্গানিতে।

সমুদ্রের উপকূলে তৈরি হয় বিলাসবহুল হোটেল EEZ বা Exclusive Economic Zone এর কথা না ভেবে, ফলে নষ্ট হয় পরিবেশ ভারসাম্য, ধ্বংস হয় উপকূলের ভারসাম্য কিন্তু আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাচ্ছে তথাকথিত নিরমাতারা।ফলে আইন করতে হবে নিয়ন্ত্রণের জন্য কখনোই তা ভাঙ্গার জন্য নয়। কিন্তু যখনই সরকার ও Multinational Company গুলী এক হয়ে যায় তখনই তৈরি হয় চরমতম অসাম্য। ঐ কোম্পানিগুলি থেকে পরিচালিত হয় দেশের সরকার। জনমুখি সরকারের মূর্ত রূপ বিমূর্ত হয়। উদারনৈতিক অর্থনীতির ফল হিসেবে SEZ বা Special Economic Zone বা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের কথা বলা হয়, যদিও Multinational Company গুলী তাঁদের পরিকাঠামো গড়ে তোলে বিশেষ অঞ্চলে।তাঁদের জন্য রয়েছে বিশেষ কর ছাড়ের ব্যাবস্থা।প্রথম ১৫ বছর বিনা শুল্কে বা করে পরিকাঠামোসহ উৎপাদন করতে পারবে। জল, বিদ্যুৎ, কাঠামো তৈরিতে বিশেষ ছাড় লক্ষিনিয়।আমদানি রপ্তানি শুল্ক হ্রাসসহ মুক্ত চুক্তির মাধ্যমে কোম্পানিগুলি লাভের চূড়ায় উঠে রয়েছে। কিন্তু একটি দেশীয় ক্ষুদ্রশিল্প কোম্পানিকে সুযোগ সুবিধাথেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তার প্রতি একক উৎপাদনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যায় হয়, তাতে উৎপাদন খরচ অনেক বেড়ে যায়, তৈরি হয় বৈষম্য। যেখানে দেশীয় স্বল্প পুঁজির প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর সেই স্থানে Multinational Companyর দখলে চলে যাচ্ছে। ফলে বলা যায় আইন তৈরি হয় বড় বড় শিল্পপতি, Multinational Company গুলীর চাহিদাকে কেন্দ্র করে।কিন্তু গরীব ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য কোন আইন আর বেঁচে থাকছেনা। তাই আইন কোন ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেনা, যা হচ্ছে তা ঐ বড় বড় কোম্পানিগুলির কুক্ষিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে আজকের 'তথাকথিত আইন'।

**উপসংহার :** সমাপ্তিতে বলা যায় যে নতুন পরিকাঠামো তৈরি হোক, উন্নত হোক বর্তমান ও ভবিষ্যৎকামী সভ্যতা মানুষের কোনরকম ক্ষতি বা বিচ্যুত বা Displaced না করে।ফলে জোর করে মানুষকে সরিয়ে উন্নতির চেষ্টা করলে তাকে কি প্রকৃত উন্নতি বলা হবে? উন্নতি যেন ক্ষতির সীমাকে অতিক্রম করে না যায়। বর্তমান চীনে যে উন্নতির ছোঁয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা কিন্তু মানুষকে বিচ্যুত করে হয়নি, তাই একে বলা হয় 'Accumulation without dispossession' অর্থাৎ যে উন্নতি সকলের জন্য শ্রেয় তা করাই যুক্তিযুক্ত।সামাজিক অবক্ষয় যেন কোন অংশে না ঘটে, সামাজিক ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উন্নতির পরিসীমাকে নির্ণয় করা উচিত যা সমাজ ও সভ্যতার পক্ষে শ্রেয়। আর আইন কাঠামোকে করতে হবে স্বতন্ত্র যাতে পক্ষপাতহীন শাসন ব্যাবস্থা পরিচালনা করা যায়।

## References:


- Byres, T. J (1991). "The Agrarian Question and Differing Forms of Capitalist Agrarian Transition: An Essay with Reference to Asia ", in J C Berman and S Mundle (ends) Rural Transformation of Asia, Page No. 3-76,Oxford University Press, Delhi.
- Lenin, V. I (1906). "The Land Question and the Right for Freedom", Page No. 5-30, 48-52,140-144, Progress Publishers, Moscow.
- Gupta, Akhil (1998). "Agrarian Populism in the Development of a Modern Nation", Chapter 1, Duke University Press, Durham.
- Gidwani, Vinay (2008). "Capital, Interrupted: Agrarian Development and the politics of work in India", Chapter 1, Permanent Black, Ranikhet.